বিশেষ প্রতিবেদন

কেমন আছেন এরশাদ কেমন আছে জাপা

নব্বই দশকের দোর্দন্ড স্বৈরশাসক এরশাদের রাজনৈতিক কেরিয়ার ক্রমশ ফুরিয়ে আসলেও লন্ডনে তার মধুচন্দ্রিমা বেশ জমে উঠেছে। তবে বিরোধী দলের রাজনীতি করানোর জন্য সরকার সহসাই তাকে দেশে ফিরিয়ে আনছেন ...

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন এরশাদ। কিন্তু খালেদা জিয়ার সরকারের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা পুরোপুরি সফল না হওয়ায় তার দেশে ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে তার দলের মহাসচিব এবিএম শাহজান ২০০০কে বলেছেন, এরশাদ আগামী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ফিরবেন। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের চাপে ৪ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় এরশাদের ওপর ক্ষেপে আছেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। তাছাড়া পুরনো রেষারেষি তো আছেই।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২ দিন পরই গোপনে দেশ ছেড়েছেন সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদ। তবে দেশ ত্যাগের আগে বিজয়ী নেত্রী খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানাতে ভুল করেননি। এটাই ছিল খালেদা জিয়ার সঙ্গে ওয়াদা ভঙ্গকারী এরশাদের নতুন সরকারের রোষ থেকে বাঁচার প্রথম প্রচেষ্টা।

সরকারের রোষ থেকে বাঁচার জন্য গোপনে দেশ ছেড়েছিলেন এরশাদ

এরশাদ বর্তমানে লন্ডনে। সেখানে থেকেই স্ত্রী রওশন এরশাদ এবং অনুজ জি.এম. কাদেরকে দিয়ে নতুন সরকারের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় জোটের বাইরের কারো সমর্থন প্রয়োজন নেই।

জানা গেছে, এরশাদকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় তার স্ত্রী রওশন এরশাদ সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছেন। রওশন এরশাদ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিলেন। সূত্র দাবি করছে, প্রধানমন্ত্রী আগ্রহ দেখাননি। সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রকম সাড়া না পেয়ে এরশাদ শেষ পর্যন্ত রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন বলে খবর বেরিয়েছিল।

এরশাদের রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাবে সরকারের একটি মহল খুশি হতে পারেনি। তারা তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিরোধী দলের রাজনীতি করানোর পক্ষে।

নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই সংসদ বর্জন করে আসছে। এমতাবস্থায় এরশাদের দলকে চাঙ্গা করে সংসদের ভেতরে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করানোর পক্ষপাতি সরকারের একটি মহল। বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনে অভ্যস্ত এরশাদ লন্ডনে কোথায়, কিভাবে, কার সঙ্গে আছেন এটা জানার আগ্রহ অনেকের আছে। অনুসন্ধান করে জানা যায়, এরশাদ সেন্ট্রাল লন্ডনের একটি ফ্ল্যাটে আছেন। আমরা তার ফোন নম্বরটি জোগাড় করতে পেরেছি কিন্তু ঠিকানা এখনো জানা যায়নি।

একটি সূত্র দাবি করছে, এরশাদ যে ফ্ল্যাটে আছেন ওটি তার নিজের। তার সঙ্গে তার প্রাক্তন এক আলোচিত বান্ধবীও লন্ডনে

বনানীতে জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-এর কেন্দ্রিয় কার্যালয়

আছেন এমন কথা শোনা যায়। লন্ডন প্রবাসী এক সাংবাদিক দাবি করেছেন এরশাদ তার দীর্ঘ দিনের প্রেমিকা বিদিশাকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে লন্ডনে আছেন। এরশাদ লন্ডন যাওয়ার পরই বিদিশা সিঙ্গাপুর থেকে লন্ডন চলে আসেন। এবং নানারকম চাপ সৃষ্টি করে বিয়ে করতে বাধ্য করেন। এদিকে এই খবরে রওশন এরশাদ এখন ক্ষেপে আছেন তার ওপরে। এরশাদের কোনো ব্যাপারে তিনি বর্তমানে আগ্রহ দেখান না।

কিছুদিন আগে একটি খবর বেরিয়েছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদ্য লন্ডন অবস্থান কালে এরশাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন। শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে কিছু না বললেও এরশাদ একটি টেলিফোন সাক্ষাৎকারে এ কথা অস্বীকার করেছেন।

ত্রিখন্ডের জাতীয় পার্টি কেমন আছে

'৮০-র দশকের শুরুতে ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার স্বার্থে গড়ে তোলা এরশাদের জাতীয় পার্টি আবার স্বার্থের কারণেই ত্রিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। এছাড়া অনেক নেতা-কর্মী দলত্যাগ করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে যোগ দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

এসব কারণে সংসদে আসন সংখ্যা কমেছে, শক্তি কমেছে। গত নির্বাচনে প্রাপ্ত ১৪টি আসনের সব কটি বৃহত্তর রংপুরে। ফলে এরশাদের জাতীয় পার্টি ক্রমশ আঞ্চলিক দলে পরিণত হতে যাচ্ছে।

তবে রংপুরেও ভাঙন ধরেছে। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ রংপুরের আসনগুলোতে এরশাদের প্রার্থীদের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

এ কারণে অনেকে মনে করছেন, রংপুর থেকে এরশাদ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন। এরশাদের জাতীয় পার্টির মহাসচিব ২০০০-এর সঙ্গে অবশ্য বলেছেন, 'রংপুরের মানুষ গরিব তাই তারা প্রচন্ড আবেগপ্রবণ, একবার যখন তারা এরশাদকে তাদের ছাওয়াল হিসেবে গ্রহণ করেছে তা এতো সহজে শেষ হবে না। অন্তত এক প্রজন্ম তারা এরশাদকেই সমর্থন করবে।'

এরশাদের জাতীয় পার্টির সংগঠনিক অবস্থা সারা দেশেই

'কোনো কয়েদির পক্ষে রাজনীতি করা সম্ভব নয়, তাকে চাপ দিয়ে সিদ্ধান্তচ্যুত করা যায়'

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, *মহাসচিব, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)*

সাপ্তাহিক ২০০০ : জাতীয় পার্টির ৩ অংশের আবার এক হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। আসলেই এ রকম কোনো আলোচনা আপনারা শুরু করেছেন কি?

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু : আমার সঙ্গে এ রকম কেউ আলোচনা করেনি। আমিও কারো সঙ্গে বলিনি। এটা মতলববাজরা ছড়াচ্ছে। আর এরশাদ আমাদের এতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না তিনি একাই একশ'।

২০০০ : যদি এরকম প্রস্তাব এরশাদ অথবা নাজিউর রহমানের কাছ থেকে আসে সাড়া দেবেন?

মঞ্জু : নাজিউর রহমান এখন বিএনপি'র সঙ্গে। আর এরশাদের আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের দরকার হবে না, সে একাই একশ'। কোনো কয়েদির পক্ষে রাজনীতি করা সম্ভব নয়, কারণ তাকে প্রেসার দিয়ে সিদ্ধান্তচ্যুত করা যায়। আমি আমার মতোই থাকতে চাই। আমি রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করি না। আমি দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে চেয়েছি। মনে হয় তা করতে পেরেছি। আমি দীর্ঘদিন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম। আমি সৎ মানুষ, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি মদ খাই না, ৫ বছর হলো সিগারেট ছেড়েছি এটাও কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না। কিন্তু আমি অযোগ্য একথা কেউ বলতে পারবে না।

২০০০ : আপনি আপনার মতো থাকবেন। কিন্তু সঙ্গের মানুষগুলোও আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে বা যাচ্ছে।

মঞ্জু : সবাই নয়, কেউ কেউ গেছে। যে যাবার সে তো যাবেই। আমি শুধু এই কথাটি বলতে চেয়েছি, গত ৩০ বছর দেশ যেভাবে চলেছে বা আমরা চালিয়েছি এভাবে চলতে পারে না, দেশ ক্রমশ জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে।

২০০০ : কিন্তু এ অবস্থা থেকে কিভাবে বের হয়ে আসা যায় সেটাও রাজনীতিবিদদেরই বের করতে হবে?

মঞ্জু ; পথ আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী নেত্রীও জানেন। আমাদের বড় সমস্যা দুর্নীতি এবং অপচয়। দুর্নীতির কারণে ৪ শতাংশ জিডিপি হারাচ্ছি, অপচয় হচ্ছে আরো ৪ শতাংশ জিডিপি। বর্তমান ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে আরো যদি আরো এই ৮ পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধি মিলে বছরে ১২ পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধি হতো, তবে এ দেশটি গরিব থাকে না।

২০০০ : দুর্নীতি এবং অপচয় আপনারা যে যে সময় ক্ষমতায় ছিলেন সবাই করেছেন?

মঞ্জু : আমি তো সে কথাই বললাম। কিন্তু একটা কথা জানবেন, সরকার প্রধান যদি সঙ্গে না থাকেন তবে কোনো মন্ত্রীর বাবার পক্ষেও দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। আমাদের নেত্রীরা যখন সংসদে দাঁড়িয়ে দুর্নীতির বিপক্ষে কথা বলেন, তখন আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি। ক্ষমতার প্রয়োজনে তারা একমাত্র চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ এরশাদের সঙ্গেও জোট বেঁধেছে। সরকার এখন বিরোধী দলের রাজনীতি করার জন্য তাকে দেশে ফিরিয়ে আনবে।

২০০০ : গত নির্বাচনে আপনার নতুন দল ভালো করতে পারেনি। এ অবস্থায় আপনি আপনার দলকে কিভাবে এগিয়ে নেবেন?

মঞ্জু : আমি বলবো আমরা বেশ ভালো করেছি। নির্বাচনের মাত্র ১৭ দিন আগে আমরা বাইসাইকেল মার্কা পেলাম। এতো অল্প সময়ে আমরা মানুষকে জানাতে পেরেছি যে, আমাদের মার্কা লাঙ্গল নয় বাইসাইকেল। এটাই অনেক। আমার কর্মীরা যখন আমার নির্বাচনী এলাকায় ভোট চাইতে গেছে তখন গ্রামের মহিলা ভোটাররা বলেছে তোমরা আমাদের মিথ্যা বলছো আমাদের মন্ত্রীর মার্কা লাঙ্গল, সাইকেল নয়। তারপরও আমি জিতে এসেছি।

নির্বাচনের পর পরই আমরা লোকাল নেতা-কর্মীদের ডেকে সম্মেলন করেছি। কোথায় কি সমস্যা হয়েছে এবং হচ্ছে শুনেছি। আমাদের কাজ আমরা আমাদের মতো করে যাবো। আগেই বলেছি, আমি রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করি না।

বেশ খারাপ। নেতা-কর্মীরা দল ছাড়ছে অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে ক্রমশ। অনেক জেলা এবং উপজেলায়ই নির্বাচিত কমিটি নেই। কোনো কোনো জায়গায় কমিটির মেয়াদ থাকলেও নেতারা দল ত্যাগের পর নতুন কমিটি করা হয়নি। এদিকে দলে অর্থ ও নেতৃত্বের সংকটের কারণে কেন্দ্রীয় কমিটিরও তেমন কোনো কার্যক্রম চোখে পড়ে না।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ দলের কর্মকান্ডে তেমন সক্রিয় নন। অন্যদিকে নতুন মহাসচিব এবিএম শাহজাহান ২০০০কে বলেছেন, 'আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মহাসচিবের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চাই, আমার অর্থ নেই, আমার পক্ষে দল চালানো সম্ভব নয়।'

মঞ্জুর জাতীয় পার্টি

আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জাতীয় পার্টি এখন এক নেতার দলে পরিণত হয়েছে। যদিও এরশাদের দল থেকে বের হয়ে আসার সময় জাতীয় পার্টির ৩৫ জন এমপি'র ১২ জনই তার সঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু মঞ্জুর মন্ত্রিত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই এদের প্রায় সবাই নির্বাচনে জেতার প্রয়োজনে নৌকা অথবা ধানের শীর্ষের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। যে ২-১ জন তার সঙ্গে ছিল নির্বাচনে হেরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এমনকি দলের চেয়ারম্যানের পদটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত শূন্য। মিজান চৌধুরী আওয়ামী লীগে ফিরে যাওয়ার পর সাবেক এমপি শেখ শহিদুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হলেও সে দলের কার্যক্রমে সক্রিয় নয়। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু নিজেও এখন নিয়মিত পার্টি অফিসে যান না। তিনি এখন ব্যস্ত আছেন নিজের ব্যবসা গোছানোর কাজে। সপ্তাহে ৫-৬ দিন ইত্তেফাকে যাচ্ছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাংবাদিক, এলাকার লোক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে গল্প করছেন। ইত্তেফাকের সব কিছু এখন তার তদারকিতেই হচ্ছে। তিনিই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে ইত্তেফাকে সাধু ভাষার পরিবর্তে চলতি ভাষার ব্যবহার শুরু করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি রাজনীতিকের চেয়ে সাংবাদিক এই পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করেন।

নির্বাচনে তিনি ২ শতাধিক আসনে প্রার্থী দিয়ে অনেক অর্থ খরচ করেছেন। এর বিনিময়ে তিনি শুধু মানুষকে জানাতে পেরেছেন মঞ্জুর মার্কা বাইসাইকেল। কেন্দ্রের মতোই স্থানীয় পর্যায়েও দলের উল্লেখ করার মতো কার্যক্রম চোখে পড়ে না। অনেক জেলা এবং উপজেলায় তার দলের কমিটিও গঠন করা সম্ভব হয়নি।

নাজিউরের দল এখন বিজেপি

এক সময়ে এরশাদের মানিব্যাগখ্যাত নাজিউর রহমান মঞ্জুর সঙ্গে এরশাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় ৪ দলীয় জোট থেকে বের হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। নাজিউর রহমান এবং কাজী ফিরোজ রশিদের প্রচেষ্টায়ই জাতীয় পার্টি যোগ দিয়েছিল বিএনপির নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিতে। আওয়ামী লীগের চাপে এরশাদ ৪ দলীয় জোট থেকে বের হয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে বেঁকে বসেন নাজিউর। শেষ পর্যন্ত এরশাদ বের হয়ে গেলেও নাজিউর তার গ্রুপটি নিয়ে পাল্টা জাতীয় পার্টি করে থেকে যান জাতীয় পার্টিতে। আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে

ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখের মধ্যে এরশাদ দেশে ফিরবেন

এবিএম শাহজাহান, *মহাসচিব, জাতীয় পার্টি (এরশাদ)*

সাপ্তাহিক ২০০০ : নির্বাচনের দু'দিন পরই এরশাদ দেশ ছাড়লেন কেন?

এবিএম শাহজাহান : তিনি চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে গিয়েছেন।

২০০০ : কিন্তু বলা হচ্ছে সরকারের রোষ থেকে বাঁচার জন্য...?

শাহজাহান : যারা বলে তাদেরকেই জিজ্ঞেস করুন, ভালো বলতে পারবে।

২০০০ : এরশাদের বিরুদ্ধে ১৬টি মামলা এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। জামিন যে কোনো সময় বাতিল হতে পারে?

শাহজাহান : মামলাগুলোতে তিনি জামিনে আছেন। এসব জামিন তিনি আইনের মাধ্যমেই পেয়েছেন।

২০০০ : তারপরও সরকারের একটা ভূমিকা কিন্তু থাকে?

শাহজাহান : সরকার যদি জাতীয় পার্টির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তবে তা সরকারের জন্যই ভালো হবে। আর যদি টু-থার্ড মেজরিটির গরম নিয়ে আচরণ করে তবে তা হিতের বিপরীত হবে। ইতিহাস বলে বাংলাদেশে টু থার্ড মেজরিটি যারাই পেয়েছে তাদের পতন হয়েছে।

২০০০ ; এরশাদ দেশে ফেরার জন্য সরকারের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করছেন এ রকম কথা শোনা যায়?

শাহাজাহান : কেউ করেছে কিনা আমি জানি না। তবে পার্টির মহাসচিব হিসেবে আমি কারো সঙ্গে আলোচনা করিনি। তবে আমার মনে হয় সরকার এরশাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে। কারণ আওয়ামী লীগ এখনো সংসদে যায়নি। সংসদ ও সরকার চালাতে একটি বিরোধী দল প্রয়োজন আছে। জাতীয় পার্টি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

২০০০ : নির্বাচনের পর থেকে জাতীয় পার্টির তেমন কোনো তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না?

শাহজাহান : একটা নির্বাচনের পর এতো তাড়াতাড়ি তৎপরতা না দেখাটা অস্বাভাবিক নয়। এরশাদ ফিরে এলে আমরা কাউন্সিল ডাকবো, সঙ্গে সঙ্গে জেলা, উপজেলা লিডার এবং সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের ডাকবো। আশা করি, এরপর থেকে সাংগঠনিক তৎপরতায় নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে। আমরা সংসদের ভেতরে এবং বাইরে গঠনমূলক রাজনীতির চর্চা করবো। সরকারের ভুল সিদ্ধান্তগুলো সমালোচনা করবো এবং ভালো কাজকে সমর্থন করবো।

২০০০ : জাতীয় পার্টির ৩টি অংশ আবার এক হচ্ছে এমন কথা শোনা যাচ্ছে?

শাহজাহান : এ ব্যাপারে আমি জানি না। আমি কারো সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করিনি। তবে জাতীয় পার্টির কর্মীরা যদি দলে ফিরে আসে ওয়েলকাম। কিন্তু যেসব নেতা নিজেদের স্বার্থে কর্মীদের নিয়ে খেলেছে তাদের ব্যাপারে দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২০০০ : আপনার দলের নেতা-কর্মীরা হতাশ এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছেন, অন্যদিকে আর্থিক সংকটের কথাও শোনা যাচ্ছে?

শাহজাহান : চেয়ারম্যান দেশে ফিরলে এ অবস্থার উন্নতি হবে, অর্থ সংকটও থাকবে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে যত তাড়াতাড়ি পারি মহাসচিবের পদ ছেড়ে দিতে চাই। কারণ রাজনীতি এখন টাকাওয়ালাদের জন্য, আমার অতো টাকা নেই।

নিজে প্রার্থী না হতে পারলেও তার দল ধানের শীষ মার্কা নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়।

নির্বাচনের পরই তিনি দলের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি করেন। অনেকে সংক্ষেপে বিজেপি বলেন। নাজিউর রহমান এবং ফিরোজ রশীদ এখন নিজ নিজ ব্যবসা গোছাতে বেশ ব্যস্ত। তবে জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় স্থান পাবার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। জেলায় জেলায় কমিটি গঠন করা হলেও তেমন কোনো কার্যক্রম নেই দলের।

ঐক্য প্রচেষ্টা ভেস্তে গেছে

এরশাদ আবার জাতীয় পার্টির ৩টি অংশকে একত্র করার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু অপর ২টি অংশের নেতারা এরশাদের সঙ্গে ঐক্য গড়তে নারাজ। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এরশাদকে বাদ দিয়ে ঐক্যের পক্ষে থাকলেও নাজিউর তাতেও রাজি নন। তিনি সরকারের সঙ্গে থাকতেই পছন্দ করছেন। এ কারণে তিনি দলের নাম পরিবর্তন করেছেন, নতুন গঠনতন্ত্রও তৈরি করেছেন।

১৬ মামলার ভয়ে দেশ ছেড়েছিলেন এরশাদ

এরশাদ বর্তমানে ১৬টি মামলায় জামিনে আছেন। যে কোনো সময় এসব জামিন বাতিল হয়ে যেতে পারে।

এরশাদ শেষ পর্যন্ত চেয়েছিলেন অন্তত সরকারের পক্ষ থেকে এই গ্যারান্টিটুকু যাতে পাওয়া যায় দেশে ফিরলে তাকে আবার জেলে যেতে হবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অনুকূল সাড়া মেলেনি। সরকারের উচ্চ মহল থেকে বলা হয়েছে মামলাগুলো স্বাভাবিকভাবে চলবে।

১৯৯০ সালে ৬ ডিসেম্বর এরশাদের ৯ বছরের স্বৈরশাসনের অবসানের ৩ মাস পর ক্ষমতায় আসে বিএনপি। খালেদা জিয়ার সরকার তখন এরশাদের বিরুদ্ধে ২১টি দুর্নীতির মামলা দায়ের করে। এর মধ্যে ২টি মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বাকি ১৯টি মামলার মধ্যে অবৈধ অস্ত্র মামলা, জনতা টাওয়ার মামলা এবং আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন অর্থ মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে অথবা শাস্তি ভোগ করেছেন। এ ছাড়া মেজর মঞ্জুর হত্যা মামলা এবং জাসদ মহাসচিব হাসানুল হক ইনু অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের কারণে ২টি মামলা দায়ের করেছিলেন।

এখন ১৬টি মামলার খড়্গ ঝুলছে এরশাদের মাথার ওপর। বিচারাধীন ১৬টি মামলার মধ্যে মেজর জেনারেল মঞ্জুর হত্যা মামলাটি সবচেয়ে বড় মামলা। এ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে তার যাবজ্জীবন জেল অথবা তার চেয়েও কঠিন শাস্তি হতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষী এরশাদের বিরুদ্ধে আজো দাঁড় করানো যায়নি। মামলাটি বর্তমানে সেশন জজ ঢাকার আদালতে পেন্ডিং আছে। বাকি আরো ১৩টি মামলা নিম্ন আদালতে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে।

নির্বাচনের পরই তিনি দলের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি করেন। অনেকে সংক্ষেপে বিজেপি বলেন। নাজিউর রহমান এবং ফিরোজ রশীদ এখন নিজ নিজ ব্যবসা গোছাতে বেশ ব্যস্ত

জাপানি বোট ক্রয় মামলা

১৯৮৯ সালে বন্যার সময় উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা চালানোর জন্য জাপান থেকে ৪২০টি বিভিন্ন সাইজের বোট কেনা হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদের নির্দেশে ত্রাণ মন্ত্রণালয় নৌযান ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান না করে কেবল মাত্র জাপান থেকে সীমিত সংখ্যক কোটেশন আহ্বান করে। পরবর্তীতে এরশাদের অপর এক নির্দেশে সর্বনিম্ন কোটেশন দাতার কোটেশন গ্রহণ না করে দ্বিতীয় নিম্ন কোটেশন দাতা মারবিনী কর্পোরেশনের কোটেশন গ্রহণ করা হয়। রমনা থানার দায়েরকৃত মামলার এজাহারে বলা হয়েছে এতে এরশাদ ৩৩ কোটি ৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা লাভবান হয়েছেন। এবং বাংলাদেশ সরকার সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

এই মামলাটি বর্তমানে হাইকোর্টের আপিল বিভাগে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। ইতিপূর্বে নিম্ন আদালত এ মামলায় এরশাদকে ৩ বছরের জেল দন্ড প্রদান করেছিল।

সোনা চোরাচালান মামলা

১৯৯০ সালের জুন মাসে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে স্মরণকালের বৃহত্তম সোনার চোরাচালান ধরা পড়ে। দু'কোটি চল্লিশ লাখ টাকা মূল্যের তিন হাজার তোলা ওজনের তিনশ'টি স্বর্ণ বার চোরাচালানের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর থেকে জিয়া বিমান বন্দরে আসে।

সে সময় তদন্ত করে সিভিল এভিয়েশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান এয়ার কমোডর (অবঃ) মইনুল হোসেন, বিমান বন্দর ব্যবস্থাপক, মেজর (অবঃ) আশ্রাব উদ্দিন এবং জার্মান নাগরিক বানার্ড রুডি গার্ডসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। খালেদা জিয়া '৯১ সালে ক্ষমতায় এসে ঐ মামলা পুনঃতদন্তের নির্দেশ দেন। পুনঃতদন্ত শেষে '৯১-এর ৩১ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি এরশাদের বিরুদ্ধেও চার্জশিট দেয়া হয়।

এরশাদের সাবেক আইনজীবী এবং সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এই মামলায় এরশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে। সে সময় বিমান বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন ছিল না, এ জন্য রাষ্ট্রপতি দায়ী।'

মতিঝিল থানায় ৭টি মামলা

মতিঝিল থানায় দুর্নীতি দমন আইনের ৫(২) ধারায় ৭টি মামলা দায়ের হয়েছিল। প্রথম মামলাটির এজাহারে বলা হয়, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোঃ এরশাদ সহযোগী আসামিদের পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ২০ বিঘা (প্রায়) জমি ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিংস-এর অনুকূলে তৎকালীন ডি.আই.টি নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অতি কম মূল্যে বরাদ্দ দেয়। এবং সুদবিহীন কিস্তিতে মূল্য নির্ধারণ ও পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করে সরকারের প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি টাকা ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন।

মতিঝিল থানায় দায়েরকৃত ২য় মামলাটি ছিল, মেসার্স থ্রি স্টার পোল্ট্রি ফার্মের অনুকূলে শিল্প ব্যাংকের সাড়ে ৩ লাখ টাকা মওকুফের নির্দেশ প্রদান করে নিজে আর্থিকভাবে সুবিধা লাভ করেন। এবং অন্যকে অবৈধ সুযোগ করে দেন।

তৃতীয় মামলাটি হলো, এরশাদ ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে মন্ত্রী, সরকারি, বেসরকারি ব্যক্তিসহ সর্বমোট ৪৯ জনকে গুলশান, বনানী, উত্তরা ইত্যাদি আবাসিক এলাকায় ৪৯টি প্লট বরাদ্দ করেন।

মতিঝিল থানায় ৪র্থ মামলাটি হয়, এরশাদ ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৩টি এফ-২৭ বিমান বিক্রি করে তৎকালীন বিশেষজ্ঞদের মতামত তোয়াক্কা না করে ৩টি এটিপি বিমান ক্রয়-এর মাধ্যমে সরকারের প্রায় ২৩ কোটি টাকা ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে

আত্মসাৎ করায়।

এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদ এবং পালক পুত্র সাদ এরশাদকে ভিভিআইপি মর্যাদায় বিভিন্ন দেশে ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি খরচে প্রেরণ করেছেন। এতে সরকারের দেড় কোটি টাকার মতো অপচয় হয়। এ মামলাটি '৯১ সালে মতিঝিল থানায় দায়ের করা হয়।

বহুল আলোচিত জনতা টাওয়ার মামলাটি হয়েছিল মতিঝিল থানায়। মতিঝিল থানায় শেষ মামলাটি হলো, এরশাদ তার কম্পিউটার উপদেষ্টা ডঃ রফিকুজ্জামানের প্রতিষ্ঠান রফিক সিস্টেমস লিঃ-এর অনুকূলে শিল্পনীতি ভঙ্গ করে অবৈধ ভাবে ১১ কোটি (প্রায়) টাকা ঋণ প্রদান করে সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। এ অর্থের প্রায় পুরোটাই বিদেশে পাচার করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়।

তেজগাঁও থানায় ৬টি মামলা

এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তেজগাঁও থানায় ৬টি মামলা হয়। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত কাজে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ব্যবহার। মামলার এজাহারে বলা হয় এরশাদ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে ৮০ বার ফরিদপুরস্থ আটরশি পীরের দরবারে যান। এতে ১৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকা সরকারের ক্ষতি হয়।

এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তার স্ত্রী দুলারী মুজাম্মেলকে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদানের অবৈধ নির্দেশ প্রদান করেন এরশাদ। এ মামলাটি তেজগাঁও থানায় দায়ের হয় '৯১-এর এপ্রিল মাসে।

তেজগাঁওয়ে একটি মামলা হয় এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদের বিভিন্ন কর্ম তৎপরতা দ্রুত ধারণ ও প্রচারের জন্য বৈদেশিক মুদ্রাসহ ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'ইউনিটের ই.এন.জি. (Electronic news gatherinh) ক্রয়ের নির্দেশ দেন। এবং তার কর্মতৎপরতা কাভারেজের জন্য ২টি পাজেরো জিপসহ ২টি ইউনিট সার্বক্ষণিক তৈরি থাকার নির্দেশ দেন। এতে সরকারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়।

সুলতান আলম মল্লিক নামের এক সরকারি কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে অপসারণের দশ বছর পর চাকরিতে পুনঃবহালের নির্দেশ দিয়েছিলেন এরশাদ। এই বিধি বহির্ভূত নির্দেশের কারণে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। এ ছাড়া তেজগাঁও থানায় আরো ২টি দুর্নীতির মামলা হয়েছিল যা পরবর্তীতে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়ায় শেষ হয়ে যায়।

রমনা থানায় ৪ মামলা

জাপানি বোট ক্রয় মামলাসহ ৪টি দুর্নীতির মামলা এরশাদের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছিল রমনা থানায়। সেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফট্যানেন্ট লুৎফুন নেছা শেলীকে ওম্যান ডেভেলপমেন্ট একাডেমীর গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন এরশাদ। অযোগ্য প্রার্থীকে ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে।

রমনা থানায় এরশাদের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি টাকা আত্মসাতের একটি মামলা হয়েছিল। মামলাটির এজাহারে বলা হয়, এরশাদ ১৮ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্পের আওতাধীন প্যাকেজ-১ সর্বনিম্ন দরদাতা দরপত্র গ্রহণ না করে ৪র্থ নিম্ন দরদাতাকে কাজ দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে ৪০ কোটি আড়াই লাখ টাকা সাশ্রয়ের পরিবর্তে ক্ষতি ও আত্মসাৎ করেন।

এরশাদ ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে আয়কর আইন বহির্ভূতভাবে পরিশোধিত আয়কর থেকে ২ লাখ ৭৭ হাজার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। এ মর্মে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল রমনা থানায়। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।

ক্যান্টনমেন্ট থানায় এরশাদের বিরুদ্ধে ২টি দুর্নীতির মামলা হয়েছিল। এর মধ্যে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন অর্থ (মানি স্যুট) রাখার অভিযোগে যে মামলাটি হয়েছিল তা চূড়ান্ত হয়েছে। এবং এজন্য তিনি ৩ বছর সাজাও ভোগ করেছেন।

ক্যান্টনমেন্ট থানায় অপর মামলাটি হয়েছিল বিমান বাহিনীর জন্য নিম্নমানের রাডার কিনে ৬৪ কোটি ৫ লাখ টাকা আত্মসাতের দায়ে। অভিযোগ করা হয়েছে এরশাদ বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর জন্য নিম্নমানের হাউজ রাডার ক্রয় করে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেন।

লন্ডন প্রবাসী এক সাংবাদিক দাবি করেছেন এরশাদ তার দীর্ঘ দিনের প্রেমিকা বিদিশাকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে লন্ডনে আছেন। এরশাদ লন্ডন যাওয়ার পরই বিদিশা সিঙ্গাপুর থেকে লন্ডন চলে আসেন। এবং নানারকম চাপ সৃষ্টি করে বিয়ে করতে বাধ্য করেন

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দুই নেত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন পতিত এরশাদের সঙ্গে কেউ কোনো রকম সমঝোতা করবেন না। তারা এও বলেছিলেন এরশাদের সঙ্গে যে সমঝোতা করবে তাকে জাতীয় বেইমান হিসেবে গণ্য করা হবে।

কিন্তু ৪ বছর যেতে না যেতেই খালেদা জিয়ার সরকারকে হটানোর জন্য এরশাদকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন শেখ হাসিনা। '৯৬-এর নির্বাচনের পর তার দল জাতীয় পার্টিকে নিয়ে ঐকমত্যের সরকারও গঠন করেন শেখ হাসিনা। এরপর খালেদা জিয়াও শেখ হাসিনার সরকারকে হটানোর জন্য জোট বাঁধেন এরশাদের সঙ্গে।

রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। এ কথাটি আমাদের নেতা-নেত্রীদের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি মানায়।

সহযোগিতায় : **নাসির উদ্দিন নিসাত**